দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ১২ আগস্ট ২০২৬ ॥ ২৯ সফর ১৪৪৮ ॥ ২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৭০সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

বলুনঃ 'হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।

সূরা আল ইমরান ৬৩

মায়ের কোলে সন্তানের লাশ, এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা মনে পড়ে না

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, 'মায়ের কোলে সন্তানের লাশ' এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ২ এর পাতায় দেখুন

আ.লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলার খবরটি গুজব: তথ্যমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে- এমন খবরকে গুজব বলে জানিয়েছেন তথ্য ২ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত না বদলালে কঠোর কর্মসূচি: ইসলামী আন্দোলন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না হলে বৃহস্পতিবার থেকে কঠোর কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ২ এর পাতায় দেখুন

১১ দিনে এলো প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার প্রবাসী আয়

কীর্তনখোলা ডেস্ক

চলতি আগস্ট মাসের প্রথম ১১ দিনে দেশে ১৩৮ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স (প্রবাসী আয়) পাঠিয়েছেন ২ এর পাতায় দেখুন

আতঙ্ক ছড়াতে বরিশাল আদালত চত্বরে বিস্ফোরণ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল আদালত চত্বরে বিস্ফোরণের ঘটনাটি আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই ঘটানো হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে আদালত চত্বরে জুডিশিয়াল ভবনের সামনে প্রধান গেটের কাছে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কেউ হতাহত না হলেও বিচারপ্রার্থী ও আইনজীবীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর ওই এলাকা পরিদর্শন করেছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। আলামত সংগ্রহ করেছেন অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) কমিশনার আবু রায়হান মো. সালেহ বলেন, 'বস্তুটি বাইরে থেকে কেউ ছুঁড়ে মারে। সিসিটিভি ফুটেজে এটি কে ছুঁড়ে মেরেছে তা স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া তথ্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে প্রাথমিকভাবে এটি ককটেল সদৃশ্য বস্তু বলে মনে হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই এটি করা হতে পারে।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত সিআইডির ক্রাইম সিন ইনচার্জ খলিলুর রহমান জানান, বিস্ফোরণস্থল থেকে কাঁচের গুঁড়া, প্লাস্টিক ও বারুদের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তারা। তিনি বলেন, 'বিস্ফোরণের প্রকৃতি জানার জন্য এসব আলামত ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে। রিপোর্ট আসলে আমরা জানতে পারব।' তবে ঘটনাস্থলে ব্যাপক বিধ্বংসী কোনো আলামত পাওয়া যায়নি বলে জানান সিআইডির ওই কর্মকর্তা। এ বিষয়ে বিএমপি পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার সুশান্ত সরকার বলেন, 'আদালতের নিরাপত্তার বিষয়ে জেলা জজ ও দায়রা জজদের সঙ্গে বৈঠক করছি আমরা। সিআইডি দল তদন্ত করছে, প্রতিবেদন পাওয়ার পরই বিস্তারিত বলা যাবে।' আদালত সূত্র জানিয়েছে, ঘটনার পর বিচারিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, কিছুটা আতঙ্ক নিয়েই আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন বিচারপ্রার্থীরা। বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে ২ এর পাতায় দেখুন

মানবতাবিরোধী অপরাধ

কাদের-সাদ্দামসহ শীর্ষ ৭ নেতার সর্বোচ্চ সাজা চাইলো প্রসিকিউশন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ যুবলীগ-ছাত্রলীগের সাত শীর্ষ নেতার সর্বোচ্চ সাজা চেয়ে যুক্তিতর্ক শেষ করেছে প্রসিকিউশন। বুধবার (১২ আগস্ট) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এ শাস্তি দাবি করেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। প্যানেলের অপর সদস্যরা হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, এ মামলায় সাত আসামিরই অপরাধ গুরুতর। তাদের বিরুদ্ধে আনা চারটি অভিযোগই আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি। চব্বিশের জুলাই-আগস্ট ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল নগরীর শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, গবেষণা এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সংস্কৃতি মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন বিসিসি প্রশাসক অ্যাড. বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন-**কীর্তনখোলা**

চরম দুর্ভোগে পরীক্ষার্থী ও রোগীরা বরিশালে নজিরবিহীন বিদ্যুৎ সঙ্কট

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল বিভাগীয় সদরেই গত তিন দিন ধরে প্রতি ঘণ্টা অন্তর এক ঘণ্টা করে বিদ্যুতের লোডশেডিং জনজীবনে স্মরণকালের ভয়াবহ দুর্ভোগ তৈরি করছে। অথচ বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চল থেকে জাতীয় গ্রিডে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হলেও সেখান থেকে এ অঞ্চলের সাড়ে ৮০০ মেগাওয়াট চাহিদার অর্ধেকও সরবরাহ করা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের হতাশা ক্রমশ ক্ষোভেও পরিণত হচ্ছে। বুধবারই পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিট পুনরায় উৎপাদনে ফিরে আসায় জাতীয় গ্রিডে আরও ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হয়েছে। গত মাসাধিককাল ধরে বিদ্যুতের সংকট গত তিন দিনে ভয়াবহ আকার ধারণ করায় এ অঞ্চলের স্বাভাবিক জনজীবনকে চরম বিপর্যয়ের ২ এর পাতায় দেখুন

আত্মীয়ের বাড়িতে আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগে চাচা গ্রেফতার

মুলাদী প্রতিনিধি

বরিশালের মুলাদীতে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীকে আত্মীয়ের বাড়ি আটকে রেখে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যাটারিচালিত ভ্যানচালক আ. রব মুন্সি (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে থানা-পুলিশ। ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে মুলাদী থানায় মামলা দায়েরের পর গত সোমবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে।? মামলা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী শিশুটি স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। অভিযুক্ত আ. রব মুন্সি সম্পর্কে ওই শিক্ষার্থীর বাবার ফুফাতো ভাই এবং তাঁরা একই বাড়িতে বসবাস করেন। গত ৬ আগস্ট ওই শিক্ষার্থী আ. রব মুন্সীর পুত্রবধূর ২ এর পাতায় দেখুন

আরাফাত রহমান কোকো'র ৫৭ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে দোয়া-মোনাজাতে উপস্থিত বরিশাল সদর ৫ আসনের এমপি অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার -**কীর্তনখোলা**

দুর্ঘটনায় হতাহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালের আবদুর রব সেরনিয়াবাত (দপদপিয়া) সেতুতে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১২ আগস্ট) বিকেল চারটা থেকে বাকেরগঞ্জ উপজেলার এই মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ২ এর পাতায় দেখুন

সারাদেশে লোডশেডিং, হামলার আশঙ্কায় পুলিশের সহায়তা চাইলো পল্লী বিদ্যুৎ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

জ্বালানি সংকট ও তীব্র তাপদাহের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় দেশজুড়ে লোডশেডিং বেড়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন এলাকায় অতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের কারণে জনরোষ বাড়ছে। কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও অফিসে হামলার ঘটনাও ঘটছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন গ্রিড, উপকেন্দ্র ও অফিসে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ এসোসিয়েশন (বাপবিএ)। বুধবার (১২ আগস্ট) পুলিশ মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) দেওয়া এক চিঠিতে এ নিরাপত্তা চাওয়া হয়। চিঠিতে বাপবিএর দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষর করেন। চিঠিতে বলা হয়, দেশে বর্তমানে জ্বালানি সংকট ও তীব্র তাপদাহের কারণে চাহিদার তুলনায় ২ এর পাতায় দেখুন

চরফ্যাশনে মিয়ানমারে পাচারের সময় ২৯৩ বস্তা সারসহ চারজন আটক

চরফ্যাশন প্রতিনিধি

ভোলার চরফ্যাশনে মেঘনা নদীর তীর থেকে মিয়ানমারে পাচারের সময় ২৯৩ বস্তা সারসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। এসময় সার পরিবহনে ব্যবহৃত একটি ট্রাক ও একটি নৌকা জব্দ করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, চট্টগ্রাম থেকে ট্রাকে করে সার এনে পরে নৌপথে মিয়ানমারে পাচারের চেষ্টা করছিল একটি ২ এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে ছাত্রদলের ৪ কমিটি বিলুপ্ত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠি সদর উপজেলা, ঝালকাঠি পৌরসভা, নলছিটি উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে জেলা ছাত্রদল। সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও ধারাবাহিক রাখার স্বার্থে দ্রুত নতুন কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। বুধবার (১২ আগস্ট) বিকেলে জেলা ছাত্রদলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জেলা ছাত্রদলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১১৭ কার্গো এলএনজি কিনবে সরকার ১২ বছরের চুক্তি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থিতিশীল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে জরুরি গ্যাসের চাহিদা পূরণে চারটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে সরকার থেকে সরকার (জিটুজি) ভিত্তিতে চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১২ বছরে ১১৭ কার্গো এলএনজি কেনা হবে। বাকি তিন প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ছয় কার্গো ২ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ

পায়রাসহ সব সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

উত্তর বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির ফলে উপকূলীয় এলাকায় দমকা হাওয়াসহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। এর প্রভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে সাগর, যার কারণে পায়রা, চট্টগ্রাম, মোংলা ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় উপকূলের জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। পটুয়াখালীর কলাপাড়াসহ উপকূলীয় এলাকার আকাশ মঙ্গলবার রাত থেকেই মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। পটুয়াখালী জেলাজুড়ে থেমে থেমে মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ চলছে। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, লঘুচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির
বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি
বইটি অনন্য
বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক
সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা
পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)
বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836
গদ্য প্রকাশন, বরিশাল
বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

মাত্র ৭৩ দিনেই কোরআনের হাফেজ আগৈলঝাড়ার মুসাইব

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

কঠোর অধ্যবসায় ও আল্লাহর বিশেষ রহমতে মাত্র ৭৩ দিনে পুরো কোরআন মুখস্থ করে হাফেজ হয়েছেন ১৩ বছরের অদম্য মেধাবী কিশোর মুসাইব হোসাইন। সে বরিশালের গৌরনদী উপজেলা গেট সংলগ্ন উবাই ইবনে কাব (রা.) হিফজুল কোরআন মাদরাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র এবং আগৈলঝাড়া উপজেলার ফুলশ্রী গ্রামের মিজানুর রহমান বেপারীর ছেলে। এত অল্প সময়ে পুরো কোরআন মুখস্থ করায় মঙ্গলবার রাতে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখার সময়ই মুসাইব তার মেধার স্বাক্ষর রেখেছিল। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় সে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে মেধা তালিকায় একাধিক পুরস্কার অর্জন করে। পরবর্তীতে পরিবারের সিদ্ধান্তে তাকে উবাই ইবনে কাব (রা.) হিফজুল কোরআন মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। সেখানে কঠোর অধ্যবসায় ও শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাত্র ৭৩ দিনেই পুরো কোরআন মুখস্থ করে তাক লাগিয়ে দেয় সে। হাফেজ ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

আলোচনাই এগোনোর পথ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক বহুমাত্রিকভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলসহ নানা শাখায় বিস্তৃত। দুই দেশের মানুষের মধ্যেও রয়েছে শিকড়ের বন্ধন। তার পরও নানা সময় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সংকট দেখা দিয়েছে। আশার কথা হলো, অতীতে সেসব সংকট কাটিয়ে উঠে উভয় দেশ ঠিকই সম্পর্কের দৃঢ় পাটাতন রচনা করেছে। তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর যে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে তা এখন বড় বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখার সুযোগ রয়েছে। সর্বশেষ গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেছেন, 'খুবই ভালো আলোচনা হয়েছে।' বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত, এই ইতিবাচক আবহ কাজে লাগিয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হবে। প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ঢাকার পক্ষ থেকে বেশ কিছু বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। একটি হলোঁমানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার আসামিদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া ঢাকার পক্ষ থেকে দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে 'সহায়ক পরিবেশ' (এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট) তৈরির তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি এসব বিষয় সময়োপযোগী ও অত্যন্ত যৌক্তিক। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ভারত আশা প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার এলে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে। ভারত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এরপর দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে নানা পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গত ৫ আগস্ট দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন করে বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে এ নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না এবং সেখানে দেওয়া কোনো বক্তব্যকে, বিশেষ করে বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার নিয়ে করা মন্তব্যগুলোকে তারা সমর্থন করে না। আগামী সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণসহ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে মূলনীতিটি মনে রাখা জরুরি; জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকলে সরাসরি রাজনৈতিক যোগাযোগের এই সুযোগগুলো কাজে লাগানো উচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ যথার্থই বলেছেন, 'ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ নানা দিক থেকে বাংলাদেশ ও ভারত একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। অতীতকে পেছনে ফেলে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে একটি নতুন সূচনা বা ফ্রেশ স্টার্ট জরুরি।' আমরাও মনে করি, দুই দেশের মধ্যে মত পার্থক্য থাকবে, নানা বিষয়ে সংকটও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সুরাহার একমাত্র পথ হতে পারে আলোচনা। পারস্পরিক সমঝোতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে যেকোনো বড় সংকট সমাধান করা যায়। তাই দুই দেশের মধ্যে আলোচনার যে সূত্রপাত হয়েছে, তা আরো নিয়মিত হোক। উভয় পক্ষের মনে রাখা জরুরি, সংলাপই সংকট সমাধানের মূল চাবিকাঠি।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১১৭ কার্গো

এলএনজি কেনা হবে। বুধবার (১২ আগস্ট) অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এসব প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করা হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের ব্ল্যাককিউব ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের কাছ থেকে দুই কার্গো এলএনজি প্রতি এমএমবিটিইউ ১৫ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলার দরে এবং ওমানের ম্যাক্সওয়েল ইন্টারন্যাশনাল এসপিসির কাছ থেকে দুই কার্গো এলএনজি জেকে এম সূচকের সঙ্গে প্রতি এমএমবিটিইউ শূন্য দশমিক ৫৪ মার্কিন ডলার যোগ করে কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হংকংয়ের ঝেনইউ শিপিং কোম্পানি লিমিটেডের কাছ থেকে ২০২৬ সালে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে দুই কার্গো এলএনজি কেনার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। প্রতি এমএমবিটিইউ ১৪ দশমিক ৯৫ মার্কিন ডলার দরে এসব এলএনজি কেনার সুপারিশ করা হয়। অন্যদিকে, সরকার থেকে সরকার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের গানভর ইউএসএ এলএলসির কাছ থেকে ২০২৬ সাল থেকে ২০৩৮ সাল পর্যন্ত মোট ১১৭ কার্গো এলএনজি কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় ২০২৬ সালে পাঁচ কার্গো, ২০২৭ সালে ছয় কার্গো এবং ২০২৮ সালে তিন কার্গো এলএনজি জেকে এম সূচকের সঙ্গে প্রতি এমএমবিটিইউ শূন্য দশমিক শূন্য ৮৭৫ মার্কিন ডলার যোগ করে কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২০২৮ সালে আরও তিন কার্গো এবং ২০২৯ থেকে ২০৩৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১০ কার্গো করে এলএনজি কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব এলএনজির মূল্য নির্ধারণ করা হবে ১২১ শতাংশ এইচএইচ সূচকের সঙ্গে ৫ দশমিক ২০ মার্কিন ডলার যোগ করে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে বৈঠকে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দেশে জ্বালানির নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ব্যবস্থায় এলএনজি সংগ্রহের মাধ্যমে গ্যাসের চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ঝালকাঠিতে ছাত্রদলের

উল্লিখিত ৪টি ইউনিটের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে সাংগঠনিক কার্যক্রম সচল রাখতে এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অচিরেই নতুন কমিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু হবে। আরও জানানো হয়, এ সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছেন জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সৈয়দ আলী হাসান, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আহমেদ সালাউদ্দিন এবং সদস্যসচিব সাইদুল ইসলাম রনি। ঝালকাঠি জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সৈয়দ আলী হাসান বলেন, সংগঠনের সাংগঠনিক গতিশীলতা ও কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খুব শিগগিরই যোগ্য, ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের নিয়ে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রদলকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করতে জেলা কমিটি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বরিশালে নজিরবিহীন বিদ্যুৎ

মধ্যে ফেলেছে। সকাল থেকে দিনভর বিদ্যুৎ সংকট মধ্যরাত পেরিয়ে পরদিন সকাল পর্যন্তই অব্যাহত থাকছে। বিতরণ কোম্পানিও ট্রান্সফরমারসহ বিদ্যুতের তার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম চুরি নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায়। লোডশেডিংয়ের সুযোগে দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন বাসাবাড়ি ও প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগের তারসহ সরঞ্জাম খুলে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি বিতরণ কোম্পানির পক্ষ থেকে বরিশাল মহানগরীতে মাইকিং করে সবার সহযোগিতাও চাওয়া হচ্ছে। মধ্যরাতের পরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বরিশাল মহানগরীসহ এ অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। গত তিন দিনে ৬০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে চলমান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জীবনই প্রায় ওষ্ঠাগত। অর্ধলক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনাসহ পরীক্ষার টেবিলে বসা দুরূহ হয়ে পড়ছে। এমনকি অনেক কেন্দ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় উত্তরপত্র লেখাই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিদ্যুতের হাহাকারে বেশির ভাগ হাসপাতালেই জরুরি অস্ত্রোপচার পর্যন্ত বন্ধ। বরিশাল মহানগরীসহ এ অঞ্চলের ২৫টি পৌর শহরে পানি সরবরাহ পর্যন্ত বিপর্যস্ত। চলমান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছায় সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে ঘরে পড়ালেখা যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়েও উত্তরপত্র লিখতে চরম বিড়ম্বনার সম্মুখীন অর্ধলক্ষাধিক পরীক্ষার্থী। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় পরীক্ষার্থীদের হাতের ঘামে উত্তরপত্র নষ্ট হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা সব বর্ণনার বাইরে। দিনভর লোডশেডিং সন্ধ্যার পরও অব্যাহত থাকায় এ অঞ্চলের শপিংমল ও মার্কেটসহ সর্বত্রই ব্যবসা-বাণিজ্যে ভয়াবহ ধস নেমেছে। প্রতি ঘণ্টায় লোডশেডিংয়ের কারণে বরিশালে ওষুধ শিল্পসহ রপ্তানিমুখী জুতা কারখানায়ও উৎপাদন প্রায় বন্ধের পথে। ইতোমধ্যে প্রায় সব কারখানাতেই রাতের শিফটে উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিম জোন বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি ওজোপাডিকোর বরিশাল সার্কেল থেকে বারবারই সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য সদর দপ্তরে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানি পিজিসিবির পক্ষ থেকেও জাতীয় উৎপাদনের হিস্যা অনুযায়ী বরিশাল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বারবারই অনুরোধ করা হচ্ছে। কিন্তু এ অঞ্চলে প্রায় সাড়ে ৮০০ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ গত মাসখানেক ধরে ৪০০ মেগাওয়াটের বেশি না থাকলেও গত তিন দিন ধরে তা কখনো কখনো সাড়ে ৩৫০ মেগাওয়াটেও হ্রাস পাচ্ছে।

মাত্র ৭৩ দিনেই কোরআনের

মুসাইবের বাবা মিজানুর রহমান বেপারী বলেন, আল্লাহ যেহেতু আমার ছেলেকে মেধা দিয়েছেন, তাই আমি তা দ্বীনের কাজেই ব্যবহার করতে চেয়েছি। আল্লাহ কবুল করলে ছেলেকে হাফেজ বানাবোড় এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলেম-ওলামাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে মাদাসায় ভর্তি করি। আল্লাহ তায়ালা মাত্র ২ মাস ১৩ দিনেই তাকে হাফেজ হিসেবে কবুল করেছেন, যা বাবা হিসেবে আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। আমি সবার কাছে আমার ছেলের জন্য দোয়া চাই। মুসাইবের মক্তব শিক্ষক বলেন, আল্লাহ তায়ালার বিশেষ মোজেজায় আমরা এমন একজন বিস্ময় বালককে পেয়েছি, যিনি মাত্র ২ মাস ১৩ দিনে কোরআনুল কারিম হেফজ করতে সক্ষম হয়েছেন। মক্তবে পড়ার সময় থেকেই সে অত্যন্ত মেধাবী ছিল। স্কুল থেকে এসেও সে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোরআন মুখস্থ করতে পেরেছে। দেশবাসীর কাছে তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি। বিস্ময় বালক মুসাইব হোসাইন বলে, আপনাদের সবার দোয়ায় আমি ৭৩ দিনে কোরআনের হাফেজ হয়েছি। বড় হয়ে আমি একজন বড় আলেম হতে চাই। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। উবাই ইবনে কাব (রা.) হিফজুল কোরআন মাদ্রাসার মুহতামিম হাফেজ ক্বারী একরামুল হক জানান, পত্র-পত্রিকায় বা লোকমুখে অনেক সময় শুনতাম যে ছাত্ররা দুই মাস, ছয় মাস বা এক বছরে হাফেজ হয়, কিন্তু বাস্তবে কোনো ছাত্রকে এভাবে পড়ানোর সৌভাগ্য আমার হয়নি। আল্লাহ আমাদের সেই আশা পূরণ করেছেন। অন্য ছাত্ররা যখন বিকেলে খেলাধুলা করত, তখন সে এক কোণায় দেয়ালের দিকে ফিরে কোরআন শরিফ পড়ত। আবার রাতের সবাই যখন ঘুমাত, তখনও সে তেলাওয়াত করত। নিজ আগ্রহ ও চেষ্টায় সে মাত্র ২ মাস ১৩ দিনে কোরআন মুখস্থ করেছে। এমন দিনও গেছে, সে একদিনেই এক পারা মুখস্থ করে ফেলেছে। এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত। আমরা দেশবাসীর কাছে তার জন্য দোয়া চাই। উল্লেখ্য, এর আগেও এই মাদ্রাসার শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীরা দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

পায়রাসহ সব সমুদ্রবন্দরে

যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় উপকূলীয় এলাকার জেলেদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাছধরা ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর জন্য ১ নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় জেলেরা। ট্রলারের মালিক ও জেলেরা জানান, একদিকে ঋণের বোঝা এবং অন্যদিকে বরফ সংকটের কারণে তারা সাগরে যেতে পারছেন না। এর ওপর সমুদ্র উত্তাল হওয়ায় তাদের জীবিকা অর্জনে বড় ধাক্কা লেগেছে। মহিপুর মৎস্য আড়তদারদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে বরফ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একদিকে বরফ সংকট আর অন্যদিকে বৈরী আবহাওয়া এই দুইয়ে মিলে চলতি মৌসুমে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা।

চরফ্যাশনে মিয়ানমারে পাচারের সময়

চক্র। আটক চারজনই চট্টগ্রামের বাসিন্দা। গতকাল বুধবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে চরফ্যাশন উপজেলার বেতুয়া এলাকার মেঘনা নদীর তীরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন মো. পারভেজ হোসেন (৩৭), মো. সিরাজ (৫৭), মো. সোহেল (২৮) ও মো. শাহারাজ। তবে তাদের বিস্তারিত পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে একটি ট্রাকে করে বিপুল পরিমাণ সার চরফ্যাশনের বেতুয়া মেঘনা নদীর তীরে আনা হয়। সেখানে সারগুলো একটি নৌকায় তোলার প্রস্তুতি চলছিল। পরে নৌপথে এসব সার মিয়ানমারে পাচারের পরিকল্পনা ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে তারা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে চরফ্যাশন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়। এসময় ২৯৩ বস্তা সারসহ চারজনকে আটক করা হয়। একইসঙ্গে সার পরিবহনে ব্যবহৃত একটি ট্রাক ও একটি নৌকা জব্দ করা হয়েছে। চরফ্যাশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ আল ফরিদ ভূঁইয়া বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চট্টগ্রাম থেকে সারগুলো ট্রাকে করে এনে পরে নৌপথে মিয়ানমারে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়। তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।' পুলিশ আরও জানায়, জব্দ করা ২৯৩ বস্তা সার কোথা থেকে আনা হয়েছে, এর প্রকৃত মালিক কারা এবং পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না এসব বিষয় তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় আটক চারজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি জব্দ করা সার, ট্রাক ও নৌকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

সারাদেশে লোডশেডিং, হামলার

বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমে যাওয়ায় সারাদেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন এলাকায় অতিরিক্ত লোডশেডিং হচ্ছে। এতে জনরোষ বাড়ছে এবং কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও অফিস হামলার শিকার হচ্ছে। বাপবিএ জানায়, দেশের প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি গ্রাহককে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো বিদ্যুৎ সেবা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ মোট গ্রাহকের প্রায় ৮০ শতাংশ পল্লী বিদ্যুতের আওতায়। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদন করে না; উৎপাদিত বিদ্যুতের বরাদ্দ অনুযায়ী গ্রাহকদের মধ্যে সরবরাহ করে। চিঠিতে আরও বলা হয়, গত কয়েকদিনে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোর গড় চাহিদা প্রায় ৮ থেকে ৯ হাজার মেগাওয়াট হলেও বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে গড়ে ৫ থেকে ৬ হাজার মেগাওয়াট। ফলে কোথাও কোথাও প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে। এতে আরও বলা হয়, দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পল্লী বিদ্যুতের উপকেন্দ্রে হামলা ও ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছেন। ফলে উপকেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। এ অবস্থায় দেশের প্রতিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন গ্রিড, উপকেন্দ্র ও অফিসে নিরাপত্তা জোরদারে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আইজিপির প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে বাপবিএ। চিঠির অনুলিপি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, সব জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী মনির হোসেন বলেন, সারাদেশে লোডশোডিং হচ্ছে। এজন্য নিরাপত্তাজনিত কারনে আমরা পুলিশকে চিঠি দিয়েছি? কেপিআই স্থাপনায় হামলা হলে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমরাও সমিতির পক্ষ থেকে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করছি।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে ঢাকা-বরিশাল

ও মানববন্ধন করা হয়। এতে সড়কের দুই পাশে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, গত ৯ আগস্ট দপদপিয়া সেতুতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সিফাত নামের এক তরুণ নিহত এবং রিফাত নামের একজন গুরুতর আহত হন। কিন্তু ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও হতাহতদের পরিবারকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি এবং আহত রিফাতের চিকিৎসারও কোনো খোঁজ নেয়নি সংশ্লিষ্ট পক্ষ। অবরোধের কারণে ঢাকা-কুয়াকাটা রুটে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পটুয়াখালী থেকে আসা যাত্রী জাহিদ বলেন, 'জরুরি কাজে বরিশাল যাচ্ছিলাম। কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এখানে আটকে আছি। অবরোধের কারণে সময়মতো পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।' শিক্ষার্থীদের পক্ষে মেহেদী হাসান বলেন, 'নিহত সিফাত ও আহত রিফাতের পরিবারের পাশে এখন পর্যন্ত কেউ দাঁড়ায়নি। তাদের সুচিকিৎসা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের এই কর্মসূচি চলবে।' যোগাযোগ করা হলে বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, 'ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে যাতে জনভোগান্তি না হয়। আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছি এবং তাদের দাবিগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়ে দ্রুত যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।' এদিকে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বরিশাল বাস মালিক সমিতির সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, 'এটি আমাদের সমিতির আওতাধীন নয়, রুপাতলী মিনি বাস মালিক সমিতির বিষয়। তাই তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ করা উচিত।' তবে এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে রুপাতলী মিনি বাস মালিক সমিতির সভাপতি ও মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়াউদ্দিন সিকদারের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

আত্মীয়ের বাড়িতে আটকে

সঙ্গে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যায়। আ. রব মুন্সী তাঁর পুত্রবধূকে রেখে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে যান। মামলায় উল্লেখ করা হয়, ৭ ও ৯ আগস্ট মুলাদী উপজেলার একটি গ্রামের বসতঘরের বারান্দায় ওই শিক্ষার্থীকে একা পেয়ে হত্যার ভয়ভীতি দেখিয়ে দুই দফা ধর্ষণ করা হয়। ঘটনা কাউকে জানালে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে ভুক্তভোগীকে সেই ঘরে আটকে রাখা হয়।? পরবর্তীকালে শিশুটি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী কৌশলে বাড়ি থেকে বের হলে ১০ আগস্ট স্থানীয়দের সহায়তায় সফিপুরের একটি বাজার এলাকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। পরে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী তার ওপর ঘটে যাওয়া পাশবিক নির্যাতনের কথা পরিবারকে জানায়। এরপর তার বাবা বাদী হয়ে আ. রব মুন্সীকে আসামি করে সোমবার বিকেলে মুলাদী থানায় মামলা করেন।? এ ব্যাপারে মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা জানান, এজাহার পাওয়ার পরপরই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার চিকিৎসা ও পরীক্ষার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালের ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া গ্রেফতার আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আতঙ্ক ছড়াতে বরিশাল

রেখেছে। বরিশাল মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট নাজিম উদ্দীন আহমেদ পান্না বলেন, 'অগণতান্ত্রিক শক্তি এ নাশকতার পেছনে থাকতে পারে।' অ্যাডভোকেট একেএম মীর জাহিদুল কবির মনে করেন, নাশকতার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্টদের দোসররা এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আগামী ১৬ আগস্ট আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামানের বরিশালে আসার কথা রয়েছে। তার আগমনকে সামনে রেখে একটি মহল পরিস্থিতি অশান্ত করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। উল্লেখ্য, গত ৩ আগস্ট বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুধল মৌ গ্রামে একটি আইইডি বিস্ফোরণে এক পরিবারের তিন সদস্য গুরুতর আহত হন।

কাদের-সাদ্দামসহ শীর্ষ ৭ নেতার

গণঅভ্যুত্থানে বহু মানুষকে হত্যা ও আহত করার জন্য তারা দায়ী। তাদের দৃষ্টান্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কোনো অনুকম্পা না দিয়ে এই সাত আসামির সর্বোচ্চ সাজা চাই। যেন এমন রাজনীতিবিদ দেশে আর জন্ম না নেন। ষষ্ঠ দিনের মতো প্রসিকিউশনের যুক্তিতর্কে প্রথমেই আইনি দিক তুলে ধরেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। এরপর শুরু করেন চিফ প্রসিকিউটর। প্রসিকিউশনের যুক্তি উপস্থাপন শেষে পলাতক আসামিদের পক্ষে সরকারি খরচে নিয়োগ পাওয়া রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী এম হাসান ইমাম যুক্তিতর্ক শুরু করেন। ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত রয়েছেন প্রসিকিউটর আবদুস সোবহান তরফদার, ফারুক আহাম্মদ, সহিদুল ইসলাম সরদার, মঈনুল করিম, তারেক আবদুল্লাহসহ অন্যান্য প্রসিকিউটর। এর আগে, ৪ আগস্ট এ মামলায় প্রসিকিউশনের যুক্তিতর্ক শুরু হয়। প্রথম দিন মামলার সামগ্রিক পটভূমি তুলে ধরেন প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। টানা পাঁচ কার্যদিবসে পর্যায়ক্রমে ওবায়দুল কাদের, আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশসহ সাত আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পক্ষে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। প্রসিকিউশনের যুক্তি অনুযায়ী, জুলাই-আগস্টে আন্দোলন দমনে সমন্বিতভাবে নির্দেশ, প্ররোচনা ও উসকানিমূলক বক্তব্য দেন আসামিরা। নেতাকর্মীদের রাজপথে নামিয়ে আন্দোলন প্রতিরোধে আহ্বান জানানো, বিভিন্ন বৈঠকে সহিংসতার পরিকল্পনাসহ কোথাও কোথাও সশস্ত্র হামলা ও কঠোর দমন-পীড়নে ভূমিকা রাখার প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয় বেশ কয়েকটি ফোনালাপও। একইসঙ্গে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও কয়েকজন আসামির ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আসামিদের এসব কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় দেশজুড়ে হত্যা, হত্যাচেষ্টা ও ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে বলে উল্লেখ করেছে প্রসিকিউশন। ওবায়দুল কাদের ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ওয়ালি আসিফ ইনান। সাত আসামিই বর্তমানে পলাতক। গত ২ আগস্ট এ মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব শেষ হয়। তদন্ত কর্মকর্তাসহ রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন মোট ২৮ জন। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি সাত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-২। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর প্রসিকিউশনের দেওয়া ফরমাল চার্জ বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়।

শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি শেখ ফজলুল করীম মারুফ। তিনি বলেন, বুধবার (১২ আগস্ট) এর মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে পরিবর্তন না আনলে বৃহস্পতিবার থেকে কঠোর কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) নগর আমেলার নিয়মিত সভায় তিনি এ প্রতিবাদ ও কর্মসূচির ঘোষণা দেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের প্রচার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। শেখ ফজলুল করীম মারুফ বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশের জনগণ আশা করেছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নতুনত্ব আসবে। নতুন নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেবে এবং শিক্ষাঙ্গন উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবে। কিন্তু যারা শিক্ষা দেবেন সেই মহান শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতিকেই দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী এহসানুল হক মিলন পরিবর্তিত বাস্তবতা বুঝতে পারছেন না। তার ক্ষেত্রে জেনারেশন গ্যাপ প্রবল হয়ে উঠছে। ২০২৫ সালে একটি নির্দেশনার মাধ্যমে স্কুলের কর্মচারী নিয়োগ জেলা প্রশাসকের অধীন একটি কমিটির কর্তৃত্বে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী মিলন সেটি বাতিল করে আবার স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি একই নীতি নিয়েছেন। মিলন সাহেবকে দয়া করে নতুন বাস্তবতা অনুধাবন করার আহ্বান জানাচ্ছি। নগর সেক্রেটারি কে এম শরীয়াতুল্লাহর সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নগর সহ-সভাপতি জি এম রুহুল আমীন, আলহাজ আনোয়ার হোসেন, আলহাজ আবদুল আউয়াল মজুমদার, জয়েন্ট সেক্রেটারি ফজলুল হক মৃধা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুফতি আবদুল আহাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নজরুল ইসলাম খোকন, হাফেজ সালাহউদ্দিন, তারিক মাসউদ, মাওলানা নজরুল ইসলাম, বেলাল হোসেন আরিফ, ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক গাজী নাজিমুদ্দিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ইউসুফ আহমাদ মানসুর, আলহাজ্ব আবদুর রহমান, এমদাদুল ফেরদাউস, মাহবুবুর রহমান নাহিয়ান, আবদুর রাজ্জাক আকন, মুফতী মাসউদুর রহমান প্রমুখ।

আ.লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা

ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। বুধবার (১২ আগস্ট) রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটি গুজবের একটি অংশ।' ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেন জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে এমন কোনো জটিলতা নেই, যা সমাধান করা সম্ভব নয়।' তরুণদের গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'তরুণরাই একটি দেশ ও জাতির মূল শক্তি। তরুণরাই একটি দেশের জন্য আশীর্বাদ।' বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, তরুণদের সঠিক দক্ষতা ও শিক্ষা দিতে পারলে তারা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। পৃথিবী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করছে।' তরুণদের শক্তি দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক মাত্রা যোগ করে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, তরুণদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে এরই মধ্যে বর্তমান সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

মায়ের কোলে সন্তানের

তার মনে পড়ে না। আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুর সময়ের পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, এটি ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও বিয়োগান্তক ঘটনা। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ ছেলে এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভাই আরাফাত রহমান কোকোর ৫৭তম জন্মদিন আজ। বুধবার (১২ আগস্ট) সকালে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে আরাফাত রহমান কোকোর কবরে ফাতেহা পাঠ ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রিজভী এ কথা বলেন। রিজভী বলেন, এই কর্মসূচি একেবারেই অরাজনৈতিকভাবে করা হয়। যদিও বিএনপির অনেক নেতা এতে যুক্ত রয়েছেন। আরাফাত রহমান কোকো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ ছেলে। কোকোর মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে রিজভী বলেন, 'এমন এক পরিবেশে, এমন এক পরিস্থিতিতে তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। এই যাওয়াটাও ফ্যাসিবাদের এক চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশের মুখেই। তিনি আর নিজেকে ধাতস্থ করতে পারেননি, নিজেকে আর সামলাতে পারেননি। হৃদরোগের রোগী ছিলেন, অসুস্থতা ছিল। হৃদরোগের এই পরিস্থিতিতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। কোকোর মরদেহ দেশে আসার সময় খালেদা জিয়ার বন্দিত্বের প্রসঙ্গ তুলে রিজভী বলেন, 'বন্দিনী মা, তাকে বালির ট্রাক, কাঠের ট্রাক দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তার চোখে ক্ষত ছিল, চোখের অপারেশন করা হয়েছিল। ঠিক ওই মুহূর্তে গোলমরিচের স্প্রে করে তাকে আরও অসুস্থ করে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ঠিক ওই মুহূর্তে আপন সন্তানের লাশ তার কোলে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'এই হৃদয়বিদারক ঘটনা, এই মর্মান্তিক ঘটনা, এই ট্র্যাজেডি, এই বিয়োগান্তক ঘটনার কথা আমার মনে হয় কোনো মহাকাব্যে লেখা আছে কি না। পৃথিবীর কোনো বিয়োগান্তক ঘটনার সঙ্গে এটার মিল আছে বলে আমার মনে নেই। সব বিয়োগান্তক ঘটনা, ট্র্যাজেডিকে অতিক্রম করে গেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা, মায়ের কোলে সন্তানের লাশ। এটি ছিল প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন, একটি পরিবারকে নানাভাবে পর্যদস্তু করার জন্য, জনগণের মধ্যে সেই পরিবারের যে উপস্থিতি এবং যে জনপ্রিয়তা, সেটিকে মুছে দেওয়ার জন্য এমন কোনো কৌশল নেই যেটা করেননি সাবেক পলাতক স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা। কলঙ্ক লেপন করেছেন, অপপ্রচার করেছেন, মিথ্যাচার করেছেন, যার একটিও তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। রিজভী বলেন, কেন করেছেন? তার একচ্ছত্র আধিপত্য এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য তিনি এই কাজগুলো করেছেন। জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রিজভী বলেন, 'জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। জিয়াউর রহমান এ দেশের বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার সন্তানসহ বন্দি ছিলেন। সেই সময় তিনিও একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযুদ্ধের এই পরিবারকে ধ্বংস করার জন্য শেখ হাসিনা এমন কোনো কাজ নেই যা সে করেননি।

১১ দিনে এলো প্রায়

প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে) যার পরিমাণ ১৬ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বুধবার (১২ আগস্ট) এ তথ্য জানান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) একদিনেই দেশে এসেছে ১২ কোটি ৭০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা। চলতি বছরের আগস্টের প্রথম ১১ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৫ সালের ১ থেকে ১১ আগস্ট দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৯৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে এবার রেমিট্যান্স বেড়েছে ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ। এদিকে, চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট ৪২৪ কোটি ৭০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৫১ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের একই সময়ে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩৪৩ কোটি ২০ লাখ ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে অর্থবছরের শুরু থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ। ব্যাংকারদের মতে, বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রবাসীদের আগ্রহ বৃদ্ধি, ব্যাংকিং সেবার সহজলভ্যতা এবং রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ হওয়ায় দেশে প্রবাসী আয় বাড়ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে সামনের দিনগুলোতে রেমিট্যান্স প্রবাহ আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিয়ের প্রলোভনে গৃহিণীকে

ভুক্তভোগী ঘরে একা থাকার সুযোগে অভিযুক্ত শামীম ঘরে ঢুকে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার তাকে শারীরিক সম্পর্কে বাধ্য করা হয়। পরে ভুক্তভোগী নারী অন্তঃসত্তা হয়ে পড়লে অভিযুক্তকে বিয়ের জন্য চাপ দেন। কিন্তু অভিযুক্ত শামীম বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং গর্ভের সন্তান তার নয় বলে দাবি করে বিভিন্ন হুমকি প্রদান করে। পরে স্থানীয়ভাবে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে আলোচনা শেষে বিচার পেতে তালতলী থানায় উপস্থিত হয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইদুল ইসলাম বলেন,ধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে শামীম গুলমতাজকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী নারী লিখিত এজাহার দায়ের করলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

যুব দিবসে বরিশালে AI নির্ভর

ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে তরুণদের ভূমিকা নিয়ে প্রতিযোগীরা পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ই-লার্নিং এন্ড আর্নিং লিমিটেড, বরিশালের বিভাগীয় প্রধান কিশোর চন্দ্র বালা'র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশালের সহকারী উপ-পরিচালক প্রিন্স বাহাউদ্দিন তালুকদার,বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম জাফর। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (BLAST), বরিশাল ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর এ্যাড. শাহিদা তালুকদার, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ এর এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার মেহেদী শুভ এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের লিডার ট্রেইনার রুবিনা আক্তার। বক্তারা বলেন, বর্তমান বিশ্ব দ্রুত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তরুণদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা জরুরি। বিশেষ করে গ্রামের যুবকদের অও ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা গেলে শহরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থানের চাপ কমার পাশাপাশি গ্রাম থেকেই বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তারা আরও বলেন, অও কেবল কর্মসংস্থানের ধরন পরিবর্তন করছে না, বরং শিক্ষা, ব্যবসা, ফ্রিল্যান্সিং, কৃষি, উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে। যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে গ্রামের তরুণরাও বৈশ্বিক ডিজিটাল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন। আয়োজকরা জানান, Different Contexts, Common Aspirations (ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট, অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা) এই প্রতিপাদ্য নিয়ে যুক্তিবোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি, প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমসাময়িক বিষয় নিয়ে গঠনমূলক চিন্তাভাবনা তৈরির উদ্দেশ্যেই এ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক যুব দিবসের মূল চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তরুণদের দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও ভবিষ্যৎমুখী করে গড়ে তুলতেই এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝালকাঠিতে ৭ বিষয়ে ফেল

ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করেন। তবে হাসপাতালে নেয়ার আগেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। বর্তমানে নিহত শিক্ষার্থীর মরদেহ ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় পরিবার ও স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এ ঘটনার বিষয়ে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করছে বলে জানা গেছে।

বরিশাল অঞ্চলের রুকন

দিনব্যাপী শিক্ষামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাশিবিরে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বরিশাল অঞ্চল পরিচালক এ্যাড. মুয়াযযম হোসাইন হেলাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মাওলানা এ টি এম মা'সুম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ড. সামিউল হক ফারুকী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা এ টি এম মা'সুম বলেন, বর্তমান সরকার গত পাঁচ মাসে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তারা স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন বাতিল করে নিজেদের স্বাক্ষর করা জুলাই সনদের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছে। একই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। গোটা বাংলাদেশকে একটি জুলুমের কারখানায় পরিণত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলাম নিয়ে যে ষড়যন্ত্রের পাঁয়তারা চলছে, তা বিগত হাসিনা সরকারের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। জাতীয় সংসদের মতো পবিত্র জায়গায় একজন নারী সংসদ সদস্যের বোরকা খুলে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সরকারের কর্তাব্যক্তিদের আরও সংযত হতে হবে, জামায়াতে ইসলামী কারও দাদাগিরিকে পরোয়া করেনা আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি দেশীয় জনগণের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করে যাব। তিনি আরও বলেন, ইসলামী তাহজিব-তামাদ্দুনের আলোকে জীবন গড়ার কোনো বিকল্প নেই। দেশের ইসলামপ্রিয় জনতা যাতে দ্বীন ও ঈমান নিয়ে সম্মান ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে পারে, সেই দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে সমাজের কলুষতা ও অমানবিক কার্যকলাপ দূর করতে হলে সর্বাগ্রে নিজেদের চরিত্রকে ঈমানি আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমেই একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি হয়। অগ্রসর কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সংগঠনের কর্মীদের আত্মশুদ্ধি, শৃঙ্খলা, ত্যাগ, ধৈর্য ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। নিয়মিত অধ্যয়ন ও সাংগঠনিক চর্চার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি দাওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর মাধ্যমে সমাজের মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ও কল্যাণের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। তিনি বলেন, একজন দায়িত্বশীল কর্মীর জীবনে কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি। ব্যক্তিগত জীবনে তাকওয়া, সততা ও আমানতদারিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। সভাপতির বক্তব্যে এ্যাড. মুয়াযযম হোসাইন হেলাল বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তরুণ সমাজ একটি দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাদের মেধা, যোগ্যতা ও কর্মশক্তিকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, নৈতিক অবক্ষয়, মাদক, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অপসংস্কৃতির বিস্তার সমাজের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তরুণ সমাজকে এসব অনৈতিকতা থেকে রক্ষা করতে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ইসলামী আদর্শভিত্তিক নৈতিক সমাজ গঠনের কোনো বিকল্প নেই। বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মাওলানা ফখরুদ্দিন খান রাজীর সঞ্চালনায় শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও বরিশাল মহানগরী আমির মাওলানা জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও বরিশাল জেলা আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল জব্বার, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঝালকাঠি জেলা আমীর এ্যাড. হাফিজুর রহমান, বরিশাল অঞ্চল জামায়াতের টিম সদস্য অধ্যাপক শাহ্ আলম, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ভোলা জেলা আমীর জাকির হোসেন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও বরগুনা জেলা আমির মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ হারুন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও বরিশাল মহানগরী ও বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলা কর্মপরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন উপজেলা আমির ও দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী শিক্ষাশিবিরে সম্ভাব্য সদস্য (রুকন) প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক জীবনকে আরও পরিশুদ্ধ ও দায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ, কর্মপদ্ধতি, দায়িত্বশীলতা, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, দাওয়াতি কার্যক্রম এবং সমাজের মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মুয়াজ্জিন তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত না করায়

আসামি করে মুলাদী থানায় মামলা করেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন ডিক্রীরচর গ্রামের মিজান সিকদার (৪৫) ও তাঁর ছেলে রাকিব সিকদার (১৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারি অনুদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় থেকে উপজেলার সব মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমের তালিকা আহ্বান করা হয়। প্যাদারহাট সিকদার বাড়ি বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদের তালিকায় ইমাম মাহফুজুর রহমান মুয়াজ্জিন হিসেবে নূরে আলম সিকদার নামের এক ব্যক্তির নাম পাঠান। এতে ক্ষিপ্ত হন একই পদে তালিকাভুক্ত-প্রত্যাশী রাকিব সিকদার ও তাঁর বাবা মিজান সিকদার। এ নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইমামের সঙ্গে তাঁদের বাগ্?বিতণ্ডা হয়। স্থানীয় মুসল্লিরা জানান, ফজরের নামাজ শেষে ইমাম মাহফুজুর রহমান মসজিদ থেকে বের হওয়া মাত্রই মিজান সিকদার ও তাঁর ছেলে রাকিব সিকদার তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় তাঁরা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ইমামকে গুরুতর আহত করেন। পরে স্থানীয় মুসল্লিরা এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত ইমাম মুফতি মাহফুজুর রহমান বলেন, 'গ্রামের মসজিদ হওয়ায় আমাদের এখানে নির্দিষ্ট কোনো বেতনভুক্ত মুয়াজ্জিন নেই। নূরে আলম সিকদার ও রাকিব সিকদার দুজনেই আজান দিয়ে থাকেন। তবে নূরে আলম বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় মসজিদ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর নামই তালিকায় দেওয়া হয়েছে।' ইমামকে হাতুড়িপেটার অভিযোগ অস্বীকার করে মিজান সিকদার জানান, তাঁর ছেলে রাকিবই নিয়মিত আজান দিতেন। ইমাম ইচ্ছে করেই রাকিবের নাম বাদ দিয়েছেন। তবে হাতুড়িপেটার ঘটনা না ঘটলেও বিষয়টি নিয়ে বাগ্?বিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভারতে সরকারিভাবে শুরু হলো

তাহলে এটি আরও বিস্তৃত করা হবে এবং ভবিষ্যতে প্রতি লিটার গোমূত্র ২০ রুপি দিয়ে কিনবে উত্তরপ্রদেশের সরকার। বুধবার (১২ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম। এ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো যেসব গরু আর দুধ দেয় না সেগুলোকে যেন গরুর মালিকরা ছেড়ে না দেন। কারণ ছেড়ে দিলে গরুগুলো খাবারের কষ্টে ভোগে। উত্তরপ্রদেশের হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথ সরকারের লক্ষ্য হলো গোমূত্র কেনার মাধ্যমে গরুগুলোকে ঘরের মধ্যেই রাখা। যদি দুধ না দেওয়া গরুর মূত্র তারা কেনে তাহলে মূত্র বিক্রির জন্য সাধারণ কৃষক ও খামারিরা গরুগুলোকে তাদের কাছে রেখে দেবেন। এছাড়া গ্রামের যে মহিলারা আছেন তাদের বাড়তি আয়ের জন্যও প্রজেক্টটি হাতে নেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যম এবিপি জানিয়েছে, প্রজেক্টটি বর্তমানে চলছে ১৫টি গ্রামে। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গোমূত্রগুলো কৃষিকাজে লাগানো হবে। তাদের বিশ্বাস, কৃষিকাজে গোমূত্র ব্যবহৃত হলে রাসায়নিক পণ্যের ব্যবহার কমবে। এখন প্রতিদিন প্রায় ৫০০ লিটার গোমূত্র সংগ্রহ করছে সেখানকার সরকার। ওই ১৫টি গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতার ট্যাংক স্থাপনা করা হয়েছে। তবে আদিত্যনাথ সরকারের এ উদ্যোগের সমালোচনা করেছে বিরোধীদল সমাজবাদী পার্টি। তারা বলেছে, অর্থ লোপাটের জন্যই এমন একটি প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। যেটি সাধারণ মানুষের কোনো কাজেই আসবে না।

মালয়েশিয়ায় ইমিগ্রেশন বিভাগের

রয়েছেন। গত সোমবার (১০ আগস্ট) থেকে শুরু হওয়া এ অভিযান দেশটির বিভিন্ন এলাকায় পরিচালনা করা হয়। ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক জাকারিয়া শাবান জানান, 'অপ সাসার' নামের এ অভিযানে মোট ৩ হাজার ৩০৭ বিদেশিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করা হয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ১ হাজার ৪৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি। তাদের সংখ্যা ৩৭০ জন। এছাড়া ইন্দোনেশিয়ার ৩২৮ জন এবং মিয়ানমারের ১৮৩ জন রয়েছেন। আটক ব্যক্তিদের অধিকাংশই পুরুষ, যাদের বয়স ১৭ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) রাতে স্থানীয় সময় সুতেরামাস অ্যাপার্টমেন্টে অভিযানের সময় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাকারিয়া শাবান বলেন, জনসাধারণের অভিযোগ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিদেশিদের বসবাসের এলাকাগুলোতে এবারের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি জানান, অভিযানে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচয়পত্র না থাকা, পাসের শর্ত লঙ্ঘন, নির্ধারিত সময়ের বেশি অবস্থান, স্বীকৃত নয় এমন কার্ড ব্যবহারসহ ইমিগ্রেশন আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযান চলাকালে তদন্তে সহায়তার জন্য ৪৫ জন মালয়েশীয় নাগরিককে সাক্ষী হিসেবে সমন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বিদেশিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে বাড়ির মালিকরাও রয়েছেন। জাকারিয়া শাবান বলেন, বিদেশিদের উপস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ বাড়ায় বর্তমানে সারা দেশে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে ছয়টির বেশি অভিযান পরিচালনা করছে ইমিগ্রেশন বিভাগ। তিনি আরও জানান, চলতি বছর এ পর্যন্ত ৩১ হাজারের বেশি বিদেশিকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া জুলাই পর্যন্ত প্রায় ২৮ হাজার বিদেশিকে ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ডিপোতে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, অবৈধ অভিবাসীদের স্বেচ্ছায় দেশে ফেরার সুযোগ দিতে সরকার 'মাইগ্রেন্ট রিপ্যাট্রিয়েশন প্রোগ্রাম' চালু রেখেছে বলে জানান তিনি। জাকারিয়া বলেন, এ কর্মসূচির আওতায় অবৈধ অভিবাসীরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে ৫০০ রিঙ্গিত জরিমানা পরিশোধ করলে তাদের নিরাপদে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, অবৈধ অভিবাসী বা পিএটিআই সমস্যার নিয়ন্ত্রণ এবং বৈধ কাগজপত্র ছাড়া মালয়েশিয়ায় অবস্থানকারীদের সংখ্যা কমাতে ইমিগ্রেশন বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দাখিলে শূন্য পাস করা ৪ মাদ্রাসা

পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৬ জন শিক্ষার্থী। তাদের একজনও পাস করতে পারেনি। একই উপজেলার মধ্য বাদলপাড়া এমরানিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছয়জন শিক্ষার্থীর সবাই ফেল করেছে। অন্যদিকে উজিরপুর উপজেলার মুন্সীরতাল্লুক বালিকা আলিম মাদ্রাসা থেকে সাতজন শিক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কেউই উত্তীর্ণ হয়নি। একই উপজেলার লস্করপুর বড়াকোঠা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা থেকে ১৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। ফলাফলে ১৭ শিক্ষার্থীর কেউ পাস করতে পারেনি। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীদের ফলাফল শূন্য হওয়ার কারণ জানতে চেয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার প্রধানদের সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের চিঠি পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে উজিরপুর উপজেলার মুন্সীরতাল্লুক বালিকা আলিম মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার মাওলানা মো. জামাল উদ্দিন বলেন, আগামী ২৩ আগস্ট আমাদের মাদ্রাসা বোর্ডে হাজির হয়ে শতভাগ ফেল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। এবার আমাদের সাত জন পরীক্ষার্থী ছিল। তাদের মধ্যে অসুস্থতার কারণে দুই জন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। পাঁচজন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই ফেল করেছে। এখানে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কোনো দোষ আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, আমাদের মাদ্রাসায় শিক্ষকসংকট রয়েছে। ১০ জন শিক্ষক দিয়ে পুরো মাদ্রাসা চলছে। তার পরও শিক্ষার্থীদের গাইড করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আগের পরীক্ষায় আমাদের মাদ্রাসা শতভাগ পাস করেছিল। কিন্তু এবারের ব্যাচটি একেবারেই মেধাশূন্য ছিল। আমরা তাদেরকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি এবং বাবা-মাকে ডেকে সতর্ক করেছি। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ঘাটতি ছিল না। আশা করছি আগামীতে এমন আর হবে না।

বাউফলে ফ্যামিলি কার্ড শুমারির ৬ পদের

সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অধীনে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে ফ্যামিলি কার্ড শুমারি ও তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমে সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগের অংশ হিসেবে কাছিপাড়া ইউনিয়নে প্রকাশিত তালিকায় চারজনের নাম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তথ্য সংগ্রহকারী পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত তালিকার ১ নম্বরে রয়েছেন রাবেয়া বেগম। অপেক্ষমাণ তালিকার ২ নম্বরে রয়েছেন ডালিয়া পারভিন। সুপারভাইজার পদে চূড়ান্ত তালিকার ৪ নম্বরে রয়েছেন মো. অলিউল্লাহ ইসলাম। আর অপেক্ষমাণ তালিকার ৭ নম্বরে রয়েছেন ফারজানা আক্তার। এই চারজনই কাছিপাড়া ইউনিয়নের সাবেক সমাজসেবা পরিদর্শক তোফাজ্জল হকের আত্মীয়। নিয়োগের ফল প্রকাশের দিন এ বিষয়ে 'গফ. কধংিৎ ওংষধস' নামের ফেসবুক আইডি থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে তিনি লেখেন, 'নাটকীয় নিয়োগ, মোট নিল লোক ৬ জন, তার মধ্যে ৪ জন একই বাড়ির। বাহ!' তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে কাছিপাড়া ইউনিয়নের সাবেক সমাজসেবা পরিদর্শক তোফাজ্জল হক। তিনি বলেন, 'আমি কারও জন্য কোনো সুপারিশ করিনি। আর আমার এত বড় ক্ষমতাও নেই যে কারও জন্য সুপারিশ করব। চারজনই আমার প্রতিবেশী। তারা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নন, দূরসম্পর্কের আত্মীয়। এ বিষয়টি নিয়ে আমার নামে অপপ্রচার চালানো হয়েছে।' উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচন কমিটির সভাপতি সালেহ আহমেদ বলেন, 'আমরা মেধা যাচাইক্রমেই নিয়োগ দিয়েছি। কে কোন আত্মীয় বা কার কী পরিচয়, তা আমাদের যাচাই করার সুযোগ বা এখতিয়ার ছিল না। তবে এ বিষয়ে যদি কেউ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা প্রমাণ দাখিল করেন, তবে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ভাণ্ডারিয়ায় মাদক সেবনে

এতে তাঁর মাথা, নাক ও বাম হাতের কনুইসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়। এছাড়াও ইকরামুল আহত হয়ে পড়ে থাকার সুযোগে অভিযুক্তদের কয়েকজন তাঁর ঘরে ঢুকে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও প্রায় ৮ আনা ওজনের এক জোড়া স্বর্ণের কানবালা নিয়ে যান। এ সময় বাঁধা দিতে গেলে তাঁর স্ত্রীকেও মারধর করা হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে স্থানীয়রা ইকরামুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এবিষয়ে ভাণ্ডারিয়া থানার ওসি দেওয়ান জগলুল হাসান সাংবাদিকদের বলেন, এ ঘটনায় লিখিত এজাহার পাওয়া গেছে। অভিযোগ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিএনপি, জামায়াত ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (১০ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নের লালচরে মহিষের পালে জেলেদের মাছ ধরার চাই নষ্ট হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধের মীমাংসায় চর রায়সাহেব বাজারে সালিস বৈঠক বসে। বৈঠকে জামায়াত নেতা সোহাগ, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুলসহ সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ৮ থেকে ১০ জন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সালিস চলাকালে উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে হাতাহাতি এবং পরে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে শাহিন রাড়ি, মাঈনুদ্দিন, সোহেল রাড়ি, মামুন, ইউনুস, মমতাজ ও রানী বেগমসহ সাতজন আহত হন। আহতদের মধ্যে শাহিন রাড়ি ও মাঈনুদ্দিনকে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের চর রায়সাহেব এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। হামলার শিকার মাঈনুদ্দিন অভিযোগ করেন, চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি সোহাগ ও ইউনিয়ন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুলের নেতৃত্বে ৮ থেকে ১০ জন তাদের ওপর হামলা চালান। আহত শাহিন রাড়ি অভিযোগ করেন, হামলাকারীরা তার কাছ থেকে জমি বিক্রির ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন। এদিকে চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি আমিনুল ইসলাম ঘটনার আংশিক সত্যতা স্বীকার করে বলেন, 'লালচরে মহিষ পালনকারীদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার অভিযোগ ওঠায় কয়েকজন অভিযুক্তকে নিয়ে তারা বসেছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলার একপর্যায়ে অপর পক্ষ উত্তেজিত হয়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। পরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।' বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. শাহারিয়া বলেন, 'আহত শাহিন রাড়ির মাথায় ধারালো অস্ত্রের ১৪ সেন্টিমিটার আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার বাম হাতের কাঁধেও ফুলা জখম রয়েছে। এছাড়া মাঈনুদ্দীনের শরীরেও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।' বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'মারামারির ঘটনায় মাঈনুদ্দিন বাদী হয়ে সাতজনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও চার থেকে পাঁচজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেছেন। ওই মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।'

বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ল বিরল 'বক্স

জালে ধরা পড়ে। এ ধরনের কাঁকড়া সাধারণত এখানে দেখা যায় না। তাই জেলেদের মধ্যে এটি নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সাধারণ কাঁকড়ার তুলনায় বক্স ক্রাবের আকৃতি বেশ ভিন্ন। এর খোলস গোল ও চওড়া, ওপরের অংশ অনেকটা গম্বুজের মতো উঁচু এবং শক্ত। খোলসজুড়ে রয়েছে কালচে-ধূসর ছোট ছোট দাগ। পাশাপাশি এর দুটি দাঁড়া তুলনামূলকভাবে বড় ও মোটা, যা প্রজাতিটিকে অন্য কাঁকড়া থেকে সহজেই আলাদা করে। কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, বক্স ক্রাব উষ্ণমণ্ডলীয় ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সামুদ্রিক কাঁকড়া। জাপান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এ প্রজাতির দেখা মেলে। সাধারণত বালুময় ও কাদাময় নরম সমুদ্রতল এবং কখনো প্রবাল প্রাচীর-সংলগ্ন এলাকায় ১০ থেকে ১০০ মিটার গভীরতায় এদের বিচরণ। তিনি আরও বলেন, কুয়াকাটা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে বক্স ক্রাব সচরাচর দেখা যায় না। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এটি অপরিচিত হওয়ায় সাধারণত খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের প্রচলনও নেই। তবে বিশ্বের যেসব অঞ্চলে এ কাঁকড়া বেশি পাওয়া যায়, সেখানে এটি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদের সহকারী অধ্যাপক ও গবেষক মীর মোহাম্মদ আলী বলেন, বক্স ক্রাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর অত্যন্ত শক্ত ও প্রশস্ত দুটি দাঁড়া। এগুলো সামনে ভাঁজ করে কাঁকড়াটি অনেকটা মুখ ঢেকে রাখতে পার। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমাতেও এ প্রজাতির উপস্থিতি রয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্স ক্রাব খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশের উপকূলে এটি তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত। এমন সামুদ্রিক প্রাণী উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া গেলে শুধু আহরণ বা বিক্রির বিষয় হিসেবে না দেখে এর প্রজাতি, বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য নথিবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ।

ইমামকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে

সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। পরে আশিক চৌধুরী ও রাজিব চৌধুরীকে মারধর করে ঘরে থাকা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়। আশিক চৌধুরী পক্ষিয়া ইউনিয়নের বাটামারা এলাকার বাসিন্দা এবং ওই ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। রাজিব চৌধুরীর দাবি, ডাকাতরা তার দুটি চেইন, দুই জোড়া কানের দুল, দুটি আংটি, এক জোড়া রুপার নুপুর এবং দেড় লাখ টাকা নিয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা আসমত আলী বলেন, একই রাতে এই ওয়ার্ডের সাবেক এক মেম্বারের বাড়িতেও ডাকাত দল হামলার চেষ্টা করে। সেখানে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলে দুর্বৃত্তরা সৈয়দ মাকসুদুর রহমান চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে ইমামকে খাটের সঙ্গে বেঁধে অস্ত্রের মুখে ডাকাতি করে। এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে বলেও জানান তিনি। ইমাম খায়রুর ইসলাম ইন্দ্র নারায়ণপুর এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে। তিনি আশিক চৌধুরীদের নিজস্ব মসজিদ ও মাদ্রাসায় দায়িত্ব পালন করেন। সেই সুবাদে তিনি বাড়িটির বারান্দায় থাকতেন। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, ঘটনাটি পুলিশকে জানানোর পর পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পরিবারটির মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে বোরহানউদ্দিন থানার কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের কাছে জমা রয়েছে। ফুটেজ পর্যালোচনা করে তদন্তসাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এইচএসসি পরীক্ষা দিতে

২ মে ভাণ্ডারিয়া উপজেলার উত্তর ভিটাবাড়িয়া গ্রামের মৃত আবদুস সত্তার বেপারীর ছেলে সজল আমীনের সঙ্গে নাসরিনের বিয়ে হয়। বিয়ের পরও তিনি আমান উল্লাহ কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাণ্ডারিয়া থানার ওসি দেওয়ান জগলুল হাসান জানান, নিখোঁজ গৃহবধূর পরিবারের পক্ষ থেকে জিডি করা হয়েছে। তাকে উদ্ধারে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

দাদার সঙ্গে খেলতে

পরে ভাসমান শিশুটিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ব্যাপারে মনপুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত আবাসিক মেডিকেল ডা. আশিকুর রহমান অনিক জানান, শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগে মৃত্যু হয়।

বৈরী আবহাওয়ায় বিপাকে জেলেরা, খালি

শুরুতেই ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা ছিল। নিষেধাজ্ঞা শেষে সাগরে মাছ ধরতে নামলেও দফায় দফায় বৈরী আবহাওয়ার কারণে আশানুরূপ মাছের দেখা মিলছে না। এতে উপকূলের হাজারো জেলে ও ট্রলার মালিক লোকসানের মুখে পড়েছেন। কেউ কেউ পেশা পরিবর্তনের কথাও ভাবছেন। আলীপুর মৎস্য বন্দরের দীর্ঘদিনের মাছ ব্যবসায়ী ইউসুফ কোম্পানি বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা শেষে দফায় দফায় আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে। টানা বৃষ্টির কারণে সাগর থেকে ট্রলার নিয়ে বারবার জেলেরা ঘাটে ফিরে আসছেন। প্রতিটি ট্রলারে লাখ লাখ টাকার বাজার করে সাগরে পাঠাতে হয়। কখনো নিম্নচাপ, কখনো লঘুচাপ সব মিলিয়ে ট্রলার মালিকরা বড় ধরনের ক্ষতির মধ্যে আছেন।' জেলেরা জানান, ১০ থেকে ১৫ দিনের প্রস্তুতি নিয়ে সাগরে গেলেও আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় দুই-এক দিনের মধ্যেই ঘাটে ফিরে আসতে হচ্ছে। এতে মাছ ধরার খরচও উঠছে না। অনেক জেলে দাদন নিয়ে এ পেশায় থাকায় লোকসানের বোঝা আরও বাড়ছে। এফবি মা মনি ট্রলারের মাঝি শুক্কুর হাওলাদার বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর এখন পর্যন্ত লাভের মুখ দেখিনি। আমরা মাছ না পেলে আড়তদাররাও টাকা দেন না। বাজারসওদা করে সমুদ্রে নামার দুই-এক দিনের মধ্যেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। কোনো উপায় না পেয়ে আবার ঘাটে ফিরে আসি। দুই দিন আগে সাত লাখ টাকার বাজার নিয়ে সাগরে গিয়েছিলাম। মাত্র এক লাখ ২০ হাজার টাকার মাছ নিয়ে ফিরে এসেছি। এভাবে চলতে থাকলে এ পেশা ছেড়ে দিতে হবে।' মহিপুর আড়তদার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুমন দাস বলেন, 'ইলিশের দাম চড়া থাকলেও মাছের তেমন দেখা মিলছে না। বৈরী আবহাওয়ার কারণে জেলেরা সাগরে মাছ ধরতে না পারায় জেলে ও আড়তদার দুই পক্ষই বিপাকে পড়েছে।' কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে মাছ ধরার ট্রলারগুলো সকাল থেকে ঘাটে ফিরতে শুরু করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগর বারবার উত্তাল হয়ে পড়ছে বলেও তিনি জানান। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি আপাতত নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে এর প্রভাবে আগস্টের অবশিষ্ট সময়ে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হতে পারে।

বেড়িবাঁধ উঁচু করতে গিয়ে পাকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূনরায় অনেক বাঁধ উঁচু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বরগুনা সদর উপজেলায় ২০ কিলোমিটার, তালতলী উপজেলায় ৩ কিলোমিটার এবং পাথরঘাটা উপজেলায় ২২ কিলোমিটার পাকা সড়ক বেড়িবাঁধ উঁচু করায় বর্তমানে তা কাঁচায় পরিণত হয়েছে। এতে ওই বাঁধগুলো যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সরেজমিনে সদর উপজেলার বরগুনা থেকে গুলবুনিয়া ও পুরাকাটা এলকার একটি বেড়িবাঁধ ঘুরে দেখা যায়, বাঁধটি উঁচু করায় বর্তমানে বাঁধের উপরের সড়কটি কাঁচা অবস্থায় রয়েছে। প্রায় ৮ বছর আগে এ বেড়িবাঁধের প্রায় ১৫ কিলোমিটার সড়ক পাকা করে এলজিইডি। কিন্তু গত ২ বছর আগে বেড়িবাঁধ উঁচু করায় এ সড়ক এখন কাঁচায় পরিণত হয়েছে। ফলে বৃষ্টি হলেই সড়কটি কর্দমাক্ত হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ছোট-বড় বিভিন্ন গর্তে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে যানবাহন চলাচল। এতে চলাচলে ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। শুধু ওই বেড়িবাঁধের সড়কটিই নয়, জেলার বিভিন্ন এলাকার ৪৫ কিলোমিটার সড়কের এখন একই অবস্থা। এতে সব থেকে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ রোগীরা। এ ছাড়া ওইসব এলাকায় উৎপাদিত ফসল পরিবহনেও ভোগান্তিতে পড়ছেন কৃষকরা। ফলে দ্রুত বাঁধের সড়কগুলো পাকা করার দাবি স্থানীয় ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের। গুলবুনিয়া এলাকার বাসিন্দা নূর ইসলাম মুসল্লী বলেন, একই সড়ক পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডির আওতায় থাকায় কোনো কাজই হচ্ছে না। দুই বছর ধরে রাস্তাটি কাঁচা হয়ে পরে আছে। আমরা গ্রামের কেউ ঠিকভাবে যাতায়াত করতে পারছি না। বিশেষ করে গাড়ি চলাচলে সমস্যা হওয়ায় বর্ষার মৈসুমে মাঠের ফসল নিয়ে আমাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। একই এলাকার মো. আরিফ নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, রাস্তাটি একসময় পাকা ছিল। কিন্তু এখন দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা অবস্থায় আছে। আমরা যারা কম বয়সী তারা কষ্ট করে হলেও চলাচল করছি। কিন্তু এলাকার শিশু এবং বয়স্কদের বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। আমরা চাই আগের মতো আবারও সড়কটি পাকা করা হোক। আলম শিকদার নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, সড়কটি যখন নিচু ছিল তখন পাকা ছিল। এরপর উঁচু করার পরে এখন কাঁচা অবস্থায় আছে। বৃষ্টিতে এখন খুবই খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো গাড়ি চলাচল করতে না পাড়ায় অন্তত চার কিলোমিটার পথ হেঁটে বাড়িতে যেতে হয় আমাদের। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়িবাঁধ উঁচু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। এতে পাকা সড়ক কাঁচা হয়ে যাওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থ সাশ্রয়ের জন্য ভবিষ্যতে বেড়িবাঁধ পাকা না করে বিকল্প সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে জানিয়ে বরগুনার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে বরগুনায় ৮০৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ বেড়িবাঁধগুলো মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে এলজিইডির সঙ্গে সমোঝোতায় অনেক বাঁধ কার্পেটিং করা হয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁধগুলো উঁচু করার প্রয়োজন হয়। আর এ কারণেই প্রয়োজনীয় বাঁধ উঁচু করতে কার্পেটিং খুলে উঁচু করা হয়েছে। তবে যদি বাঁধের বাইরে যোগাযোগের জন্য আলাদা সড়ক নির্মাণ করা যায়, তাহলে আর এ সমস্যার সৃষ্টি হবে না। তবে পানির উচ্চতার লেভেল বিবেচনায় এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী কোথাও যাদি বাঁধ কার্পেটিং করার প্রয়োজন হয় তা পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। অপরদিকে নথিপত্রে কাঁচা সড়কগুলো এখন পর্যন্ত পাকা সড়কের তালিকায় রয়েছে জানিয়ে বরগুনা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মেহেদী হাসান খান বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধের ওপরে আমাদের কয়েকটি সড়ক আছে। বেড়িবাঁধ উঁচু করার কারণে বর্তমানে পাকা সেই সড়কগুলো কাঁচা হয়েছে। আমাদের একটি রোড ডাটাবেইজ আছে। সেখানে ওই সড়কগুলো এখন পর্যন্ত পাকা দেখানো রয়েছে। ডাটাবেইজে ওই সড়কগুলোকে কাঁচা দেখানোর জন্য কাজ চলছে। পাশাপাশি সদর দপ্তরে ছবিসহ তথ্য পাঠানো হয়েছে। এ কাজ সম্পন্ন হলেই সড়কগুলো পুনরায় পাকা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

'যেখানেই টাকা, সেখানেই

উদ্যোগে এ স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। গাজী নুরুজ্জামান বাবুলের মৃত্যুবার্ষিকীতে জেলা বিএনপির সিনিয়র নেতারা কোনো আয়োজন না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মাহমুদ হাসান শাহীন বলেন, আজ যার স্মরণসভা, সেই গাজী নুরুজ্জামান বাবুল দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। পিরোজপুরে জাতীয়তাবাদী দলের তিনি একজন অভিভাবক ছিলেন। এই দলের জন্য তিনি কী না করেছেন, জেল খেটেছেন, , বুক চিতিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, আজ বিএনপি ক্ষমতায় এলেও তিনি আমাদের মাঝে নেই। তার মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদের আয়োজনও করা হয়নি। এটা সত্যিই দুঃখের। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর যারা কোটিপতি হওয়ার চিন্তা করছেন, যারা অফিস আদালতে দৌড়াচ্ছেন, গাজী নুরুজ্জামান বাবুলই আপনাদের বিএনপি করা শিখিয়েছেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তার জন্য আপনারা কেউ একটি মিলাদের আয়োজন করেননি। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে ৫ আগস্টের পর সিনিয়র নেতৃবৃন্দের যে আচরণ দেখছি, সেগুলো আর দেখতে হতো না। আমাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলেও মনে হয় না পিরোজপুরের বিএনপি একটি মিলাদ করবে। এ সময় ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বলা হয়, পিরোজপুরে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের পক্ষ থেকে যারা গুম-খুনের শিকার হয়েছেন বা দলের জন্য অবদান রেখেছেন, তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজন করা হবে। জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সালাউদ্দিন তালুকদারের সভাপতিত্বে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লাভলু, জেলা শ্রমিকদলের সভাপতি আব্দুস সালাম বাতেন, সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন টিপু, জেলা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কে এম সাখাওয়াত হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি শেখ শহীদুল্লাহ শহীদ এবং প্রয়াত গাজী নুরুজ্জামান বাবুলের ছেলে গাজী কামরুজ্জামান শুভ্র। আলোচনা শেষে গাজী নুরুজ্জামান বাবুলের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। উল্লেখ্য, গাজী নুরুজ্জামান বাবুল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ৯ নম্বর সেক্টরের সুন্দরবন অঞ্চলের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দক্ষিণ উপকূল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিও ছিলেন। ২০২৪ সালের ৭ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে তিনি মারা যান।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ১৩ আগস্ট ২০২৬ ॥ ২৯ শ্রাবণ ১৪৩৩

মালয়েশিয়ায় ইমিগ্রেশন বিভাগের অভিযানে ৩৭০ বাংলাদেশি আটক

কীর্তনখোলা ডেস্ক
মালয়েশিয়ায় দুই দিনব্যাপী বড় ধরনের অভিবাসনবিরোধী অভিযান চালিয়েছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। অভিযানে মোট ১ হাজার ৪৩ জন অবৈধ অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭০ জন বাংলাদেশি ৩ এর পাতায় দেখুন

ভারতে সরকারিভাবে শুরু হলো গোমূত্র কেনা, প্রতি লিটার ১০ রুপি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
ভারতের উত্তরপ্রদেশের সরকার সরকারিভাবে গোমূত্র কেনা শুরু করেছে। বুলান্দশ্বর নামে একটি জেলায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এটি শুরু করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে প্রতি লিটার গোমূত্র কেনা হচ্ছে ১০ রুপিতে। যদি পাইলট প্রজেক্টটি সফল হয় ৩ এর পাতায় দেখুন

বৈরী আবহাওয়ায় বিপাকে জেলেরা, খালি হাতে ঘাটে ফিরছে মাছ ধরার ট্রলার

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূলে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে পটুয়াখালী উপকূলের সাগর কয়েক দিন ধরে উত্তাল রয়েছে। থেমে থেমে বৃষ্টিও হচ্ছে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাগরে মাছ ধরতে না পেরে খালি হাতে ঘাটে ফিরছেন জেলেরা। এতে উপকূলের জেলে ও ট্রলার মালিকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। বুধবার (১২ আগস্ট) সকালে আলীপুর-মহিপুর মৎস্য বন্দরের খাপড়াভাঙ্গা নদীতে ফিরে আসা বিভিন্ন মাছ ধরার ট্রলারের জেলেদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। জেলেরা জানান, লঘুচাপের প্রভাবে সাগর উত্তাল থাকায় মাছ ধরতে পারছেন না তারা। পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় শত শত মাছ ধরার ট্রলার পটুয়াখালী উপকূলের অন্যতম মৎস্য বন্দর আলীপুর-মহিপুরের খাপড়াভাঙ্গা নদীতে আশ্রয় নিয়েছে। ইলিশ মৌসুমের ৩ এর পাতায় দেখুন

মুয়াজ্জিন তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত না করায় ইমামকে হাতুড়িপেটা করলো বাবা-ছেলে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশালের মুলাদীতে সরকারি অনুদানের মুয়াজ্জিন তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত না করায় এক ইমামকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে বাবা-ছেলের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার কাজিরচর ইউনিয়নের ডিক্রীরচর গ্রামের প্যাদারহাট সিকদার বাড়ি বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত ইমামের নাম মুফতি মাহফুজুর রহমান (২৯)। প্যাদারহাট সিকদার বাড়ি বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদের ইমাম তিনি। তিনি কাজিরচর ইউনিয়নের বড়ইয়া গ্রামের মোশাররফ হোসেন রাড়ীর ছেলে। তাঁকে উদ্ধার করে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিকেলে আহত ইমামের বাবা বাদী হয়ে দুজনকে ৩ এর পাতায় দেখুন

বাউফলে ফ্যামিলি কার্ড শুমারির ৬ পদের ৪টিতে সমাজসেবা কর্মকর্তার আত্মীয়

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর বাউফলে ফ্যামিলি কার্ড শুমারির তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগে ছয়টি পদের বিপরীতে নিয়োগের তালিকায় উঠে এসেছে সমাজসেবা কর্মকর্তার চার আত্মীয়ের নাম। এর ফলে পটুয়াখালীর বাউফলে ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহ ও সুপারভাইজার নিয়োগ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। কাছিপাড়া ইউনিয়নের চূড়ান্ত ও অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা চারজন একই ইউনিয়নের সাবেক সমাজসেবা পরিদর্শক তোফাজ্জল হকের আত্মীয়-স্বজন। তাদের নাম তার সুপারিশেই তালিকায় এসেছে বলে অভিযোগ। তবে এ অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে তোফাজ্জল হক বলেছেন, তার বিরুদ্ধে একটি মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে। বাংলাদেশ ৩ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল অঞ্চলের রুকন প্রার্থীদের শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বরিশাল অঞ্চলের উদ্যোগে দিনব্যাপী সম্ভাব্য সদস্য (রুকন) প্রার্থীদের শিক্ষাশিবির-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১২ আগস্ট) বরিশাল নগরীর ফ্লালাভরিয়া রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারে এ শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে বরিশাল বিভাগের সকল জেলা শাখার বাছাইকৃত কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক কার্যক্রম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নৈতিক ও চারিত্রিক মানোন্নয়ন, আত্মশুদ্ধি, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, দায়িত্বশীলতা, দাওয়াতি কার্যক্রম এবং জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৩ এর পাতায় দেখুন

ঝালকাঠিতে ৭ বিষয়ে ফেল করায় শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
শহরের আরদ্দার পট্টি এলাকায় পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) রাতে নিজ বাসায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষার্থী স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার স্কুলের প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলে দীপ্রজিৎ ৭টি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। মানসিক অবসাদ থেকে সে মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে স্বজন ৩ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রদল নেতার ক্ষোভ
‘যেখানেই টাকা, সেখানেই আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ’

পিরোজপুর প্রতিনিধি
‘একজন পালে আওয়ামী লীগ, যেখানেই টাকা সেখানেই আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ। বিএনপি থেকে যদি এদেরকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে পিরোজপুরের মাটিতে তাদেরকে কেউ একটি সালামও দেবে না।’ মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক স্মরণসভায় পিরোজপুর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান শাহীন এসব কথা বলেন। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় পিরোজপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী নুরুজ্জামান বাবুলের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলা ছাত্রদলের ৩ এর পাতায় দেখুন

দাদার সঙ্গে খেলতে গিয়ে পুকুরে পানিতে ডুবে নাতির মৃত্যু

মনপুরা প্রতিনিধি
ভোলার মনপুরায় দাদার সঙ্গে খেলার ফাঁকে নিজ বাড়ির পুকুরের পানিতে ডুবে দুই বছরের নাতির মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১২ আগস্ট) সকাল ৮টায় উপজেলার হাজীরহাট ইউনিয়নের চরফৈজুদ্দিন গ্রামের গোমাতলী এলাকায় হারুন মিয়ার বাড়ির পুকুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। শিশুটির নাম মো. আলবি। তিনি উপজেলার হাজিরহাট ইউনিয়নের চরফৈজুদ্দিন গ্রামের বাসিন্দা হারুন মিয়ার ছেলে। জানা যায়, বুধবার সকাল সাড়ে ৭টায় খাওয়া দাওয়ার পর দাদার সঙ্গে বাড়ির উঠানে খেলছিল নাতি আলবি। একপর্যায়ে দাদা নাতিকে রেখে বাড়ির পাশে ধান খেতে যায়। এই ফাঁকে শিশুটি বাড়ির পুকুরে পড়ে যায়। পরে দাদা খেত থেকে এসে শিশুটিকে বাড়ির পুকুরে ভাসতে দেখতে পায়। ৩ এর পাতায় দেখুন

দাখিলে শূন্য পাস করা ৪ মাদ্রাসা প্রধানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
সদ্য প্রকাশিত দাখিল পরীক্ষার ফলাফলে বরিশাল জেলার ৪টি মাদ্রাসা থেকে অংশ নেওয়া কোনো শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। চার প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আগামী ২৩ আগস্ট সশরীরে বোর্ডে হাজির হয়ে শিক্ষার্থীদের ফেল হওয়ার কারণ জানিয়ে লিখিত বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মো. ফারুক আহম্মেদ স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়। বরিশাল জেলার শূন্য পাস করা ৪টি মাদ্রাসার মধ্যে দুটি বাকেরগঞ্জ উপজেলার এবং দুটি উজিরপুর উপজেলার। চার মাদ্রাসার মোট ৪৬ জন পরীক্ষার্থীর একজনও দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া কাদেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে এবার দাখিল ৩ এর পাতায় দেখুন

ভাণ্ডারিয়ায় মাদক সেবনে বাধা দেয়ায় যুবককে কুপিয়ে জখম

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি
পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় পরিত্যক্ত ঘরে মাদক সেবনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মো. ইকরামুল ইসলাম (৩৮) নামে এক যুবককে দা ও লোহার রড দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে। একই ঘটনায় তাঁর বসতঘর থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগও করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) বিকালে উপজেলার ১নম্বর ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের ৬নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ ভিটাবাড়িয়া গ্রামের বেরিবাঁধ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ইকরামুল বর্তমানে ভাণ্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। এবিষয়ে ভূক্তভোগীর পক্ষ থেকে থানায় দাখিলকৃত এজাহারে সাব্বির হাওলাদার (১৯), জিহাদ হাওলাদার (৩০), শাকিল হাওলাদার (৩৫), জাকির হাওলাদার (৬৫) ও অজ্ঞাতনামা আরও ২-৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এজাহারে বলা হয়েছে, মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় পূর্ববিরোধের জেরে অভিযুক্তরা ইকরামুলের ওপর হামলা চালান। ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি, জামায়াত ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সংঘর্ষ, জামায়াত নেতাসহ গ্রেফতার ৩

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
পটুয়াখালীর বাউফলের দুর্গম চরাঞ্চল চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নের চর রায়সাহেব বাজারে বিএনপি, জামায়াত ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় তিনজনকে

গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (১২ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের নিমদী এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- চন্দ্রদ্বীপ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড (চর রায়সাহেব) জামায়াতের সভাপতি সোহাগ, একই ইউনিয়ন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল এবং আল-আমিন। ৩ এর পাতায় দেখুন

ইমামকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

বোরহানউদ্দিন প্রতিনিধি
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার পক্ষিয়া ইউনিয়নে যুবদল নেতা আশিক চৌধুরীর বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। এ সময় মসজিদের ইমাম খায়রুর ইসলামকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে খাটের সঙ্গে বেঁধে রেখে বাড়ির লোকজনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। বুধবার (১২ আগস্ট) ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা সাংবাদিকদের জানান, গত পরশু রাত আনুমানিক আড়াইটায় একদল দুর্বৃত্ত বাড়িতে প্রবেশ করে। এ সময় বারান্দায় থাকা মসজিদের ইমাম খায়রুর ইসলামকে আটক করে খাটের ৩ এর পাতায় দেখুন

এইচএসসি পরীক্ষা দিতে গিয়ে চারদিন ধরে নিখোঁজ শিক্ষার্থী

ভাণ্ডারিয়া প্রতিনিধি
পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় এইচএসসি পরীক্ষা দিতে গিয়ে নাসরিন নাহার বেগম (১৮) নামে এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজের চার দিন পার হলেও এখন পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ৯ আগস্ট শ্বশুরবাড়ি থেকে এইচএসসি (বিএম শাখা) পরীক্ষা দিতে আমান উল্লাহ কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার কথা ছিল নাসরিনের। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে না গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন তিনি। নাসরিনের নিখোঁজের ঘটনায় তার শাশুড়ি মনোয়ার বেগম গত ৯ আগস্ট ভাণ্ডারিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। এরপর থেকে পুলিশ তাকে উদ্ধারে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়লো বিরল ‘বক্স ক্র্যাব’, জেলেদের মাঝে কৌতূহল

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর কলাপাড়ার কুয়াকাটা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে অদ্ভুত আকৃতির বিরল সামুদ্রিক কাঁকড়া ‘বক্স ক্রাব’। যা স্থানীয়ভাবে ‘লজ্জাবতী কাঁকড়া’ নামেও পরিচিত। কাঁকড়াটিকে ঘিরে জেলে ও মাছ ব্যবসায়ীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কুয়াকাটা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ শিকার করে মহিপুর মৎস্য বন্দরে ফেরে ইলিয়াশ মাঝির মাছধরা ট্রলার। অন্যান্য মাছের সঙ্গে জেলেদের জালে উঠে আসে অস্বাভাবিক আকৃতির ওই কাঁকড়াটি। পরে সেটি মহিপুরের আখি ফিস নামের একটি মাছের আড়তে নিয়ে আসা হয়। তবে বক্স ক্রাবটি খাওয়ার উপযোগী কি না এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়। পরে জেলেরা কাঁকড়াটি বিক্রি না করে খাপড়াভাঙ্গা নদীতে ছেড়ে দেন। আখি ফিসের ব্যবসায়ী মো. আলামিন বলেন, অন্যান্য মাছের সঙ্গে কাঁকড়াটি জেলেদের ৩ এর পাতায় দেখুন

বেড়িবাঁধ উঁচু করতে গিয়ে পাকা রাস্তা কাঁচা, বছরের পর বছর চরম দুর্ভোগ

বরগুনা প্রতিনিধি
বরগুনায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত প্রায় ৪৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ উঁচু করায় বর্তমানে বাঁধের উপরে থাকা পাকা সড়কগুলো আবারও কাঁচায় পরিণত হয়েছে। এতে সামন্য বৃষ্টি হলেই সড়কগুলো কর্দমাক্ত হয়ে ছোট-বড় গর্তে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এসব বাঁধের উপরের সড়কে চলাচল করা যানবাহন। এ ছাড়া দীর্ঘবছর ধরে সড়কগুলো কাঁচা অবস্থায় থাকায় এবং বিকল্প সড়ক না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। তবে মানুষের ভোগান্তি কমাতে সড়কগুলো আবারও পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বরগুনা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মেহেদী হাসান খান। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থকে রক্ষা পেতে বরগুনার বিভিন্ন এলাকায় মোট ৮০৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এসব এলাকার বাসিন্দাদের যোগোযোগের জন্য বিকল্প সড়ক না থাকায় অধিকাংশ বেড়িবাঁধই যোগাযোগের মাধ্যম সড়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে সমোঝোতার মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী অনেক বাঁধই কার্পেটিং করছে এলজিইডি। তবে ৩ এর পাতায় দেখুন

যুব দিবসে বরিশালে AI নির্ভর অর্থনীতি নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৬ উপলক্ষে বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ বিতর্ক প্রতিযোগিতা। বুধবার (১২ আগস্ট) সকাল ১০টায় ই-লার্নিং এন্ড আর্নিং লিমিটেডের বরিশাল ব্রাঞ্চের আয়োজনে এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিতর্কের বিষয় ছিল “AI নির্ভর অর্থনীতিতে শহর ও গ্রামের যুবদের সমান সম্ভাবনা তৈরি হবে।” প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহার, গ্রামীণ যুবকদের সম্ভাবনা, কর্মসংস্থান এবং ৩ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের প্রলোভনে গৃহিনীকে ধর্ষণ, গ্রেফতার ১

তালতলী প্রতিনিধি
বরগুনার তালতলী উপজেলায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক গৃহিণীকে (৩০) একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে মো. শামীম গুলুমতাজ (৩৭) নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগী নারী পাঁচ-ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হলেও তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। এঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (১২ আগষ্ট) তালতলী থানায় মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী ওই নারী। গ্রেফতারকৃত শামীম গুলুমতাজ উপজেলার ছোটবগী ইউনিয়নের মৌ-পাড়া এলাকার সোনালী গুলুমতাজের ছেলে। এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী নারীর স্বামী কাজের প্রয়োজনে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় অবস্থান করছেন। এই সুযোগে প্রতিবেশী মো. শামীম গুলমৃতাজ তাকে বিভিন্ন সময় অনৈতিক প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। গত ২৩ মার্চ রাতে ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার: এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫
চেম্বার: মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ, কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯
বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কম্পিউটারের সবকিছুই আপনার নাগালে
ঈশিতা কম্পিউটার
All Kinds Of Computer Solution.
Accessories Selling. Training
& Digital Photography
উপজেলা রোড, আগৈলঝাড়া, বরিশাল। মোবাইল: ০১৭১৫২১৩৫৪৬

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com